99642 - ভিন্ন মুদ্রায় ঋণ পরিশোধ: জায়েয ও হারাম রূপসমূহ

প্রশ্ন

আমার এক বন্ধু থেকে আমি ডলারে ঋণ নিয়েছিলাম। তাকে সৌদি রিয়ালে কয়েক দফায় ঠিক ঐ সময়ের মূল্যে পরিশোধ করেছি। এই কাজের হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

মূল অবস্থা হলো: ঋণগ্রহীতা যে মুদ্রায় ঋণ নিয়েছেন সেই মুদ্রাতেই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তবে যদি উভয়পক্ষ ঋণ পরিশোধের সময় ভিন্ন মুদ্রা গ্রহণে সম্মত হয় তাতে কোনো সমস্যা নেই। তবে শর্ত হলো সেটি পরিশোধের দিনের মূল্যে হতে হবে। ঋণের সময় যে মূল্য ছিল সেই মূল্যে নয়। এটি প্রতিদফার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উভয়পক্ষ ভিন্ন মুদ্রায় পরিশোধের দিনের মূল্যে প্রদান করার ব্যাপারে সম্মত হতে পারবে।

আপনাকে জানতে হবে যে এই লেনদেনের হারাম রূপসমূহ তিনটি:

প্রথম রূপ:

ঋণের চুক্তির সময়েই উভয়পক্ষ ভিন্ন মুদ্রায় পরিশোধের ব্যাপারে সম্মত হওয়া। এটি হারাম। কেননা তখন লেনদেনটির স্বরূপ এমন: নগদ মুদ্রাকে বাকীতে ভিন্ন মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করা। এটি ربا النسيئة তথা বিলম্বগত সুদের মধ্যে পড়ে। কারণ বিভিন্ন মুদ্রা বিনিময়ের শর্ত হলো সেগুলো হাতে হাতে হতে হবে। এর প্রমাণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "সোনার দ্বারা সোনা, রূপার দ্বারা রূপা লেনদেনে (কম-বেশি না করে) একই রকমে সমপরিমাণে ও হাতে হাতে (অর্থাৎ নগদে বিক্রয় করবে)।... যদি ঐ জিনিসগুলোর প্রকার আলাদা হয় তখন নগদে তোমরা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে বিক্রয় কর।"[হাদীসটি মুসলিম (১৫৭৮) বর্ণনা করেন উবাদাহ ইবনুস সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে]

আর বর্তমান মুদ্রাগুলো স্বর্ণ-রৌপ্যের স্থলাভিষিক্ত। তাই স্বর্ণ-রৌপ্য ক্ষেত্রে যে যে বিধান প্রযোজ্য এগুলোর ক্ষেত্রেও সেই সেই বিধান প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় রূপ:

লনেদনেরে চুক্তি করার সময়ে তারা এ ব্যাপারে সম্মত না হয়ে ঋণ পরশিোধরে সময় ভন্নি মুদ্রায় পরশিোধরে ব্যাপারে সম্মত হওয়া। কন্তিু উভয় পক্ষ ঋণ প্রদানরে দনিরে মূল্যরে ভত্তিতিে এর মূল্য নর্িধারণ করা। পূর্বরে রূপরে মত এটওি হারাম। এমন লনেদনে হারাম হওয়ার পক্ষে ফকীহরা প্রসদ্ধি হাদীসটি দয়িে দলীল প্রদান করছেনে যটেি ইমাম আহমদ (৬২৩৯), আবু দাউদ (৩৩৫৪), নাসাঈ (৪৫৮২), তরিমযিী (১২৪২) ও ইবনে মাজাহ (২২৬২) বর্ণনা করছেনে: ইবনে উমর রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: আমি (বলিম্বে) দীনাররে বনিমিয়ে উট বক্রি করতাম, আর মূল্য গ্রহণরে সময় দরিহাম নতিাম। আবার দরিহামরে বনিমিয়ে বক্রি করে দীনার নতিাম। এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলে তনিি বললনে: "এরূপ গ্রহণে কোন অসুবধিা নইে, তবে সদেনিরে বাজারদরে গ্রহণ করবে এবং এমন অবস্থায় তোমরা পরস্পর পৃথক হবে যে তোমাদরে মাঝে কছিু বাকি নইে।"[হাদীসটি বশে কছিু আলমে সহহি বলে গণ্য করছেনে। তাদরে মধ্যে রয়ছেনে: ইমাম নববী, আহমদ শাকরি। কউে কউে ইবনে উমররে বক্তব্য হসিবেে এটকিে বশিুদ্ধ বলছেনে; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কথা হসিবেে নয়। তাদরে মাঝে রয়ছেনে হাফযে ইবনে হাজার ও আলবানী। দখেুন: ইরওয়াউল গালীল (৫/১৭৩)]

হারাম হওয়ার ভন্নি আরো একটি কারণ রয়ছেে। সটেি হলো: আপনি যদি পরশিোধরে দনিরে চয়েে বশেি গ্রহণ করে থাকনে তাহলে এমন কছিু থকেে লাভ করলনে যার লোকসানরে ঝুঁকি আপনি ননেনি। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কছিু থকেে লাভ গ্রহণ করতে নষিধে করছেনে যার লোকসানরে ঝুঁকি গৃহীত হয়নি।[হাদীসটি সুনান প্রণতেোরা সহহি সনদে বর্ণনা করনে]

তৃতীয় রূপ:

ঋণ পরশিোধরে সময়ে উভয়ে ভন্নি মুদ্রায় পরশিোধে সম্মত হওয়া। কন্তিু তারা উভয়ে এমন অবস্থায় পৃথক হয়ে যাওয়া যে তাদরে মধ্যে কছিু বাকি রয়ে গছে।ে যমেন: ঋণ যদি হয় এক হাজার ডলার এবং পরশিোধরে সময় তারা সম্মত হয় যে পাউন্ডে পরশিোধ করব।ে উদাহরণস্বরূপ: ৫০০০ পাউন্ড। এরপর ঋণদাতা তার কাছ থকেে ৪০০০ পাউন্ড গ্রহণ করে এবং ১০০০ পাউন্ড ঋণগ্রহীতার দায়ে থকেে যায়। এমনটি হওয়া জায়যে নইে। কারণ এক মুদ্রার সাথে অন্য মুদ্রার বনিমিয়রে শর্ত হলো সটো হাতে-হাতে নগদ হতে হব;ে যমেনটা ইতঃপূর্বে উল্লখে করা হয়ছে।ে

খাত্তাবী রাহমিাহুল্লাহ উপর্যুক্ত ইবনে উমররে হাদীসরে ব্যাখ্যায় বলনে: "শর্ত হলো তারা এমতাবস্থায় আলাদা হয়ে যাবে না য,ে তাদরে মাঝে কছিু বাকি রয়ে গছে।ে কারণ দীনাররে বনিমিয়ে দরিহামরে লনেদনে হলো এক্সচঞ্জে (মুদ্রার বনিমিয়ে মুদ্রা বক্রি)। এমন লনেদনে হাতে-হাতে হওয়া ছাড়া সঠকি নয়।"[আউনুল মা'বূদ গ্রন্থ থকেে চয়নকৃত]

কন্তিু যদি কয়কে দফায় ঋণ পরশিোধ করা হয় তাহলে প্রত্যকে দফা পরশিোধরে সময় ঐ দনিরে মূল্য গ্রহণে উভয়ে সম্মত হতে সমস্যা নইে। কারণ এটি মুদ্রা বনিমিয়রে প্রক্রয়িায় বলিম্ব হওয়া থকেে মুক্ত।

এ মাসয়ালায় আলমেরা যা বলছেনে তার কছিু নম্নিে উল্লখে করা হলো:

ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিকিে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি: 'আমি একজন মানুষ থকেে ফরাসি মুদ্রায় কছিু ঋণ নয়িছেলিাম এই শর্তে যে আমি ফ্রান্সে গলেে তাকে পরশিোধ করে দবি। কন্িতু আলজরেয়িায় আসার পর সে আমাকে অতরিক্িতসহ আলজরেয়িান দরিহামে পরশিোধ করতে বলে। এর হুকুম কী?

তারা উত্তর দয়ে: আপনি আলজরেয়িায় অনুরূপ ফরাসি মুদ্রায় অথবা পরশিোধরে দনিে ঐ মুদ্রার বনিমিয় মূল্যে আলজরেয়িান মুদ্রা প্রদান করতে পারবনে। এমনটি আপনার জন্য জায়যে। তবে আপনারা পৃথক হওয়ার আগইে হস্তান্তর হতে হবে।'[ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ (১৪/১৪৩)]

তাদরেকে (১৪/১৪৪) আরো জজ্ঞিাসা করা হয়: এক মুদ্রায় ঋণ গ্রহণ করে কয়কে মাস পরে অন্য মুদ্রায় ঋণ পরশিোধ করার হুকুম কী? ঋণরে এ সময়কালরে মধ্যে মুদ্রার মূল্যে তারতম্য হতে পার।ে

তারা উত্তর দয়ে: 'যদি কোনো ব্যক্তি মুনাফা দয়োর শর্ত দয়ো ছাড়া মুদ্রা ঋণ নয়ে অথবা ঋণ পরশিোধরে সময় পরশিোধরে দনিরে মূল্যে অন্য মুদ্রা দয়িে ঋণ পরশিোধ করে যার মধ্যে ঋণদাতার জন্য উপকারবহন কোন শর্ত না থাকে তাহলে এটি জায়যে। কারণ এতে মুসলমিদরে পারস্পরকি সহযোগতিা ও প্রয়োজন পূরণ অন্তর্ভুক্ত। অন্যদকিে যদি ঋণরে সাথে মুনাফা দয়োর শর্ত করে অথবা এই মুদ্রার বনিমিয়ে ভন্নি মুদ্রা প্রদানরে শর্ত করে কংিবা ঋণদাতার কোন উপকার করার শর্ত করে তাহলে সটেি হারাম হব।ে কারণ এটি কুরআন-সুন্নাহ ও আলমেদরে ইজমার ভত্তিতিে হারাম সুদরে অন্তর্ভুক্ত।'[সমাপ্ত]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহুকে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি: আমার এক আত্মীয় কায়রোতে থাকনে। তনিি আমার কাছে ২৫০০ মশিরী পাউন্ড ঋণ চয়েছেলিনে। আমি তাকে ২০০০ ডলার পাঠয়িছেলিাম। ঐ ডলার বক্রিি করে তনিি ২৪৯০ মশিরী পাউন্ড পয়েছেলিনে। এখন তনিি ঋণ পরশিোধ করতে চান। উল্লখ্যে, পরশিোধরে সময় ও ধরন নয়িে আমরা কোন আলাপ করনি। প্রশ্ন হলো: আমি কি তার কাছ থকেে ২৪৯০ মশিরী পাউন্ড নবি যার বর্তমান মূল্য ১৮০০ আমরেকিান ডলার (আমি তাকে ডলারে যা দয়িছেি তার চয়েে পরমিাণে কম); নাকি আমি ২০০০ ডলারই তার কাছ থকেে নব?ি উল্লখ্যে, ২০০০ ডলার নলিে তাকে প্রায় ২৮০০ মশিরী পাউন্ড দয়িে এ ডলার কনিতে হবে (অর্থাৎ সে যে মূল্য পয়েছেলি তার চয়েে ৩০০ মশিরী পাউন্ড বশেি দয়িে কনিতে হবে)?

তনিি উত্তর দনে: "তার দায়ত্বি হলো আপনি তাকে যে ডলার ঋণ প্রদান করছেনে তনিি আপনাকে সটেইি ফরিয়িে দবিনে। কনেনা আপনার কাছ থকেে তনিি ডলারই ঋণ নয়িছেনে। কন্িতু যদি আপনারা দুজনে সম্মত হন যে তনিি আপনাকে মশিরী পাউন্ডে পরশিোধ করবনে, তাহলে সমস্যা নইে। ইবনে উমর রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: আমরা বাকী' বা নাকী'তে (স্থানরে নাম) দরিহামরে বনিমিয়ে উট বক্রিি করতাম। এর বদলে আমরা দীনার নতিাম। আবার দীনারে বক্রিি করে এর বদলে আমরা

দরিহাম নতিাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: “পরশিোধরে দনিরে বাজারদরে নতিে কোনো সমস্যা নইে। তবে শর্ত হলো তোমেরা এমন অবস্থায় পৃথক হবে না যে তোমোদরে মধ্যে কছিু বাকি রয়ে গছে।” এটি এক মুদ্রাকে ভন্নি মুদ্রার বনিমিয়ে বক্রিি করা, যা স্বর্ণকে রৌপ্যরে বনিমিয়ে বক্রিি করার সদৃশ। যদি আপনি ও তনিি এই মর্মে একমত হন যে এই ডলাররে বদলে তনিি আপনাকে মশিরী পাউন্ড দবিনে এবং শর্ত হবে মুদ্রা পরবির্তনরে চুক্তি করার সময়রে মূল্য অনুযায়ী প্রাপ্য পাউন্ডরে চয়েে বশেি পাউন্ড আপনি নবিনে না; তাহলে এতে কোনো আপত্তি নইে। উদাহরণস্বরূপ যদি ২০০০ ডলাররে মূল্য এখন হয় ২৮০০ পাউন্ড তাহলে আপনি তার কাছ থকেে ৩০০০ পাউন্ড নতিে পারবনে না। তবে আপনি ২৮০০ পাউন্ড নতিে পারবনে। আবার তার কাছ থকেে শুধু ২০০০ ডলারও নতিে পারবনে। অর্থাৎ আপনি সদেনিরে মূল্যে অথবা তার চয়েে কম মূল্যে সটেি নতিে পারবনে। এর চয়েে বশেি নতিে পারবনে না। কারণ আপনি যদি বশেি ননে তাহলে এমন কছিু থকেে লাভ করলনে যার লোকসানরে ঝুঁকি আপনি ননেনি। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন লাভ নষিদ্ধি করছেনে যার লোকসানরে ঝুঁকি গৃহীত হয়নি। আর যদি আপনি এর চয়েে কমে গ্রহণ করনে, তাহলে আপনি আপনার কছিু অধকিার গ্রহণ করলনে এবং বাকটিুকুতে তাকে ছাড় দলিনে। এতে কোনো সমস্যা নইে।”[ফাতাওয়া ইসলামিয়্যিাহ (২/১৪৪) থকেে সমাপ্ত]

দখেুন (23388) ও (12541) নং প্রশ্ন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।